

অক্টোবর ১৫, ২০২০

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষার মান নিয়ে গবেষণার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ দেশের স্বনামধন্য গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কোভিড-১৯ নিয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা করেছে। করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষার মান সংক্রান্ত এই গবেষণাটি করেছে সোশ্যাল সেক্টর ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন। সংস্থার পক্ষে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেছেন ড. আবু মুহাম্মদ জাকির হোসেন।

কোভিড-১৯ শনাক্ত করার জন্য করোনাভাইরাস-এর নমুনা সংগ্রহের গুণগত মান এবং আরটি-পিসিআর পরীক্ষা পদ্ধতির নিরাপত্তা নিরূপণ ও মূল্যায়ন করতে এই জরিপভিত্তিক গবেষণাটি করা হয়েছিল। গবেষণায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে মেডিকেল কলেজ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্তরের ২৪ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও চারটি দৈনিক সংবাদপত্র ও চারটি টেলিভিশন চ্যানেল মনিটর করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচারিত তথ্য ও ভিডিও সংগ্রহ করা হয়েছিল। চারজন গবেষণা কর্মী মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন এবং তারা করোনাভাইরাস নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতির ভিডিও এবং ছবি তুলেছেন।

গবেষণার ফলাফলগুলো নিম্নরূপ:

বাংলাদেশে মহামারি প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে জাতীয় রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে আইইডিসিআর-এর দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষার মান মনিটর বা নজরদারি করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে মার্চ মাসে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর প্রথম এক মাস বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করা ও নমুনা পরীক্ষার কাজেই অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে। ফলে, সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণ ও নমুনা সংগ্রহের মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলোর আদর্শ মান কী হবে তা শুরুতে ঠিক করা হয়নি, উপকরণও পর্যাপ্ত ছিল না এবং অনেক সময় উপযুক্তও ছিলো না। ফলে, সংগৃহীত নমুনা অনেকক্ষেত্রে বাতিল করতে হয়েছিল কিংবা পরীক্ষায় ভুল ফলাফল দিয়েছিল। এই অবস্থায়, এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে জুন মাস পর্যন্ত সময়কালে অনেক ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছিলেন। এমনিতেই মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কম ছিল, তার উপর নতুন করে তাদের অনেকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ায় অনেক ল্যাবরেটরিতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে, টাকাভিত্তিক ল্যাবরেটরিগুলোর উপর পরীক্ষা করার চাপ বেড়ে গিয়েছিল এবং নমুনা পরিবহণ ও নমুনা পরীক্ষা বিলম্বিত হয়েছিল। প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষার কাজে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে তাদের ল্যাব টেকনোলজিস্টদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পাঠিয়েছিল। দেখা গেলো যে, তারাও বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহের বিষয়ে খুব বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল।

শুরুতে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, কোভিড-১৯ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এবং কোভিড-১৯ চিকিৎসার সাথে যুক্ত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হবে কিন্তু পরবর্তীতে বিনামূল্যে সকলের কাছ থেকেই নমুনা সংগ্রহ করা শুরু করা হয়েছিল। প্রতিটি উপজেলায় প্রায় ১০টি করে নমুনা সংগ্রহ করার কথা থাকলেও দেখা গেলো কোথাও কোথাও সংখ্যাটি ১১০ ছাড়িয়ে গেছে। তবে, এই সংখ্যাটিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কম ছিল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নমুনা পরীক্ষার ল্যাবগুলোতে এতো বেশি সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল যে, পরীক্ষা করার জন্য বিপুল পরিমাণে নমুনা জমে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, নমুনা পরীক্ষার ফল পেতে অস্বাভাবিকভাবে দেরি হয়েছিল। নমুনা সংগ্রহের কাজের সময়গুলো পর্যন্ত রক্ষা করা যাচ্ছিল না সমন্বয় হীনতার কারণে। ফলে, অনেকে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও শেষ পর্যন্ত নমুনা না দিয়েই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। নমুনা দিয়েছিলেন এমন অনেকের ঠিকানাগুলো ভুল ও অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যার জন্য মূলত দায়ী ছিল নমুনা দাতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে দেয়া মিথ্যা তথ্য।

মে মাসে সরকার নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষা করার কাজ সমন্বয় করার দায়িত্ব প্রশাসনের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, এমএনসিএএইচের লাইন ডিরেক্টর এবং এইচএমআইএস-এর সাবেক পরিচালককে হস্তান্তর করেন। কোভিড-১৯ নিরাময়ের সংজ্ঞা দুবার পরিবর্তন করা হয়েছিল। রোগীকে কোভিড-১৯ মুক্ত ঘোষণা করার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পরীক্ষা করা অ-বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নমুনা পরীক্ষার জন্য একটি মূল্য ধার্য করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাগুলোতে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা আনা হয়েছিল। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা মোতাবেক উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি এবং এখন পর্যন্ত কিছু জেলা হাসপাতালে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার যন্ত্র পিসিআর মেশিন নেই।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিসিআর মেশিন ও সরবরাহকৃত কিটগুলোর মধ্যে মিল না থাকার মতো ঘটনাও ঘটেছে। সরকার এক পর্যায়ে বেসরকারি খাতে কোভিড-১৯ এর আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করার অনুমতি দিলে ঢাকায় অনেকগুলো ল্যাবরেটরি কাজ করতে শুরু করেছিল। এর মাধ্যমে ভালো ব্যবসার সুযোগ তৈরি হওয়াকে হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে লাভবান হওয়ার জন্য কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেই কিছু ব্যক্তি নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষার নামে ভুয়া রিপোর্ট দিতে শুরু করেছিল।

শুরুর দিকে, একটা সময়ে নমুনা সংগ্রহের কাঠি হিসেবে এমনকি ঝাড়ুর শলাকা/কাঠি ও চুলের ক্লিপের মাথায় তুলা লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সংগৃহীত নমুনাগুলো নিয়মহীনভাবে পরিবহন করা হয়েছিল। কখনো কখনো নমুনা এমনকি পলিথিন ব্যাগে কিংবা টিউবে ভরে ক্যাপ বা ঢাকনা ভালোভাবে না লাগিয়েই পরিবহন করায় পথের মধ্যে ক্যাপ খুলে নমুনা পড়ে গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল ভুল এবং সংগৃহীত নমুনা প্রক্রিয়া করার পদ্ধতিও ভুল ছিল। নমুনা সংগ্রহের স্থানগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব মানা হয়নি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নমুনা ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত স্টাফরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

কয়েকটি পিসিআর ল্যাবরেটরিতে কর্মরতদের পিপিই পরা নির্ভুল ছিলো না এবং ল্যাবরেটরির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, কাগজ, বই ইত্যাদি দেখা গেছে। আবার যেখানে টেকনোলজিস্টরা সঠিকভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরেছেন দেখা গেছে সেখানে অবকাঠামোগত ও পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতি না থাকা, জীবাণুমুক্তকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থার ঘাটতি কিংবা অনুপস্থিতি রয়েছে। কিছু কিছু উপকরণের ঘাটতি সব ল্যাবরেটরিতেই ছিল, উদাহরণস্বরূপ তরল নাইট্রোজেনের পাত্র, -৭০ডিগ্রি তাপমাত্রার রেফ্রিজারেটর, নমুনা প্রসেস ও বিশ্লেষণ করার আধুনিক যন্ত্রপাতি, নিষ্ক্রিয় নমুনাগুলোর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত ত্রুটি ও ঘাটতিগুলো দূর করার মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষা করার মান কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সে লক্ষ্যে এই গবেষণায় সকল জেলা হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে পিসিআর মেশিন স্থাপন নিশ্চিত করা এবং উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে করোনাভাইরাস শনাক্ত করার জন্য জিন-এক্সপার্ট মেশিন সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, ঢাকা
১৫ অক্টোবর ২০২০